পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
বিশেষ সংখ্যা, গৌর পূর্ণিমা, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্টাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীচৈতন্য পদ্যাবলী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
(চৈঃচঃ আদি ৮.১৫)

অধোক্ষজতত্ত্ব অক্ষজবাদীর অগম্য –

ভাগবত, ভারত-শাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতারে প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ॥
(চৈঃচঃ আদি ৩.৮৪-৮৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব –

সকল বৈষ্ণব, শুন করিহ একমন।
চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্রমত-নিরূপণ।
কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
(চৈঃচঃ আদি ১.৩১,৩২)

মহাপ্রভুই জগদ্‌গুরু –

চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি।
তা'র গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
(চৈঃচঃ আদি ১২.১৬)

সংকীর্তন-প্রবর্তক –

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥
(চৈঃচঃ আদি ৩.৭৭,৭৮)

প্রেম প্রদাতা –

উছলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
(চৈঃচঃ আদি ৭.২৫,২৬)

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেম দান॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য ভাণ্ডার, প্রেম শত-গুণ বাড়ে॥
(চৈঃচঃ আদি ৭.২৩,২৪)

বঞ্চিত কারা ? –

মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা'সবারে ছুঁইতে নারিল॥
(চৈঃচঃ আদি ৭.২৯,৩০)

মহাপ্রভুর প্রচার লীলা

সন্ন্যাসী পন্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ।
নীচশূদ্রদ্বারা করেন ধর্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্রসহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের প্রেমরসলীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ?
(চৈঃচঃ অন্ত্য ৫.৮৪-৮৭)

শ্রীচৈতন্য সিংহ

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুংকার॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুংকারে॥
(চৈঃচঃ: আদি ৩.৩০,৩১)

বঞ্চিত জীবের দুর্ভাগ্য –

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটি-কল্পে কভু তার নাহিক নিস্তার॥
(চৈঃচঃ অন্ত্য ৩.২৫৪, ২৫৫)

অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিই চৈতন্য-বিদ্বেষী –

পূর্বে যৈছে জরাসন্ধ-আদি রাজ-গণ।
বেদধর্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥
(চৈঃচঃ: আদি ৮.৮,৯,১২)

শ্রীগৌরাবতারের মুখ্য ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজন –

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন॥
এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম-প্রবর্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥
(চৈঃচঃ: আদি ৪.৩৬-৪১)

মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাঞ্ছাত্রয় পুরণ, গৌণরূপে নাম-প্রেম প্রচার –

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥
(চৈঃচঃ: আদি ৪.২২০)

চৈতন্যনিত্যানন্দের কৃপার বিশেষত্ব

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তা'রে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
(চৈঃচঃ: আদি ৮.৩১,৩২)

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন – spss.ekadashi@gmail.com ফেসবুক পেইজ - শ্রীলপ্রভুপাদশিক্ষা-সংগ্রহ What's app - +918007208121
পূর্ববর্তী সংখ্যা – http://ebooks.iskcondesiretree.com/index.php?q=f&f=%2Fpdf%2FSrila_Prabhupada_Siksa_Sangraha

পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
বিশেষ সংখ্যা, গৌর পূর্ণিমা, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
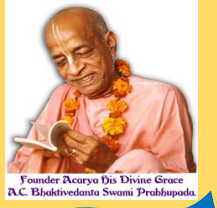
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ ! প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবোলকন কর আমি বড় দুঃখী॥

দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়াকর শ্রীআচার্য, প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য – লস এঞ্জেলস, ১১ই জানুয়ারি, ১৯৬৯

প্রভুপাদঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে, তোমা বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে। এই ভজনটি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর কর্তৃক রচিত। তিনি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন যে " হে আমার প্রিয় প্রভু, করুণা করে আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন কারণ এই ত্রিলোকে আপনার চেয়ে অধিক দয়ালু আর কে হতে পারে ?" প্রকৃতপক্ষে, এটা সত্যি। কেবল শুধু নরোত্তম দাস ঠাকুরই নন, এছাড়াও রূপ গোস্বামী, তিনিও ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যখন তারা উভয়ে প্রয়োগ, এলাহবাদে মিলিত হয়েছিলেন, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রূপ গোস্বামীর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রয়াগে। সে সময়ে, শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছিলেন, "আমার প্রিয় প্রভু, আপনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারদের মধ্যে অধিক করুণাময়। কারণ আপনি কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণভাবনা বিতরণ করছেন।" অন্য কথায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং প্রকট ছিলেন, তিনি কেবল আমাদের আত্ম-সমর্পণ করতে বলেছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে খুব সহজে দান করেননি। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে "প্রথমে তুমি সবাই আত্ম-সমর্পণ কর।" কিন্তু এখানে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অবতারে যদিও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই, তিনি কোন শর্ত দেননি। তিনি কেবল দান করেছেন, "কৃষ্ণ প্রেম গ্রহণ কর।" তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অধিক করুণাময় অবতার রূপে পরিচিত, এবং নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে "দয়া করে আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন। আপনি খুব মহান কারণ আপনি এই যুগের পতিত আত্মাদের নিরীক্ষণ করছেন, এবং আপনি তাদের উপর অত্যন্ত করুণাশীল। কিন্তু এছাড়াও আপনার জানা উচিত যে আমি সবচেয়ে পতিত। আমার চেয়েও অধিক পতিত আর কেউই নেই।" ***পতিত পাবন হেতু তব অবতার***। আপনার আবির্ভাব শুধু এই অধঃপতিত আত্মাদের পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি যে আমার থেকে অধিক অধঃপতিত আর কাউকে আপনি খুঁজে পাবেন না। তাই প্রথম দাবি আমার।"
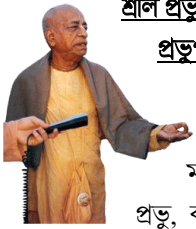
তারপর তিনি ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, ***হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ সুখী***। "আমার প্রিয় প্রভু নিত্যানন্দ, আপনি সর্বদাই চিদানন্দে মত্ত, এবং আপনি সর্বদাই অত্যন্ত আনন্দিত রূপে প্রতিভাত হন। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি কারণ আমি সবচেয়ে অসুখী। তাই যদি আপনি করুণা করে আপনার কৃপা দৃষ্টি আমার উপর বর্ষণ করতেন, তখন আমিও সুখী হতে পারতাম।"

তারপর তিনি অদ্বৈত প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, ***হা হা প্রভু সীতা-পতি অদ্বৈত গোঁসাই***। অদ্বৈত প্রভুর স্ত্রীর নাম ছিল সীতা। তাই কখনও কখনও তাঁকে সীতাপতি বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। তাই "আমার প্রিয় অদ্বৈত প্রভু, সীতাপতি, দয়া করে আপনিও আমার উপর করুণা করুন, কারণ আপনি যদি আমাকে করুণা করেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভগবান শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দও আমার উপর করুণা করতে পারেন।" এর কারণ হচ্ছে যে, অদ্বৈত প্রভু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অবতরণ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। যখন অদ্বৈত প্রভু পতিত জীবদের দর্শন করলেন, তারা সবাই কৃষ্ণভাবনাহীন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে যুক্ত, তিনি পতিত জীবদের জন্য অত্যন্ত করুণা অনুভব করলেন, এবং তিনি নিজেকে এই সকল পতিত জীবদের উদ্ধার করতে অসমর্থ মনে করলেন। তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে "আপনি স্বয়ং অবতরণ করুন। আপনার ব্যক্তিগত উপস্থিতি ব্যতীত, এই পতিত জীবদের নিষ্কৃতি দেওয়া সম্ভব নয়।" তাই তাঁর প্রার্থনায় ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। "স্বাভাবিকভাবে ..." নরোত্তম দাস ঠাকুর অদ্বৈত প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন যে "যদি আপনি আমার উপর দয়াপরবশ হন, স্বাভাবিকভাবেই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দও আমার উপর দয়াপরবশ হবেন।"

তারপর তিনি গোস্বামীদের কাছে প্রার্থনা করলেন। ***হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ***। "আমার প্রিয় গোস্বামী প্রভুগণ", স্বরূপ। স্বরূপ ছিলেন... স্বরূপ দামোদর ছিলেন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সচিব। তিনি সবসময় চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতেন, এবং মহাপ্রভু যা কিছু চাইতেন, তিনি অবিলম্বে তা ব্যবস্থা করতেন। দুইজন ব্যক্তিগত সেবক, স্বরূপ দামোদর এবং গোবিন্দ, তাঁরা সবসময়, নিরন্তর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতেন। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর স্বরূপ দামোদরের কাছেও প্রার্থনা করছেন। আর তারপর গোস্বামীগণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী শিষ্যগণ ছিলেন ষড় গোস্বামীগণঃ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রী গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রী জীব গোস্বামী এবং শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী। এই ষড় গোস্বামীগণ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারের জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁদের কৃপার জন্যও প্রার্থনা করছেন। আর ষড় গোস্বামীগণের পর, পরবর্তী আচার্য ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। তাই তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কাছেও প্রার্থনা করছেন।

প্রকৃতপক্ষে, নরোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের পরবর্তী পরম্পরা শিষ্য। অথবা তিনি ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। আর তাঁর ব্যক্তিগত সখা ছিলেন রামচন্দ্র, রামচন্দ্র চক্রবর্তী। তাই তিনি প্রার্থনা করছেন যে "আমি সর্বদা রামচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করার আকাঙ্খা করি।" ভক্তসঙ্গ। সম্পূর্ণ পন্থাটি হচ্ছে যে আমাদের সবসময় উচিত পূর্বতন আচার্যদের কৃপা প্রার্থনা করা ; এবং আমাদের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করা উচিত। তখন ভগবান শ্রীচৈতন্য এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের অগ্রগতি আমাদের জন্য সহজতর হবে। এটি হচ্ছে নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই ভজনের সারসংক্ষেপ এবং নির্যাস। [সমাপ্ত]